ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 310-315
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.463

শিশু-কিশোর সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও হেমেন্দ্র কুমার রায়: রূপকথা থেকে রোমাঞ্চকথা

অর্পিতা ঘোষ, *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The tradition of children's literature in Bengali has evolved across different ages, and this transformation has primarily been shaped by changing social conditions and cultural influences. In fact, not only children's literature but Bengali literature as a whole has continuously adapted itself in response to shifts in social norms, values, and intellectual trends.

One of the foremost pioneers of Bengali children's literature is Upendrakishore Ray Chowdhury. Under his initiative, the magazine *Sandesh* was published, which marked the beginning of a new era in children's literature. This magazine brought a significant transformation in literary culture by moving beyond the earlier tradition of translated moral tales from Sanskrit. Instead, it introduced a vibrant imaginative world filled with talking animals, playful narratives, and joyful storytelling, which deeply appealed to young readers and nurtured their imagination.

However, with the onset of a new age, this literary trend gradually underwent transformation. Changes in society—such as the spread of scientific thinking, urbanization, and modern education—had a profound impact on the minds of young readers. As a result, the traditional world of fairy tales began to give way to adventure stories, mystery, horror, and science fiction.

In this phase of transformation, Hemendra Kumar Roy played a crucial role. Through his works, Bengali children's literature was enriched with detective fiction, supernatural tales, and imaginative science-based narratives. His writings introduced a new dimension and taste, making the genre more diverse and engaging for young readers.

Several factors contributed to this significant shift. Firstly, the influence of colonial education exposed Bengali writers and readers to Western literary forms, encouraging new styles and genres. Secondly, the rise of scientific rationality transformed modes of thinking, which was reflected in literature. Thirdly, the growth of urban life and the emergence of a middle-class readership created new demands and expectations from literature.

Therefore, it can be concluded that the evolution of Bengali children's literature is not merely a result of literary innovation but a reflection of broader socio-cultural transformations. Literature has continuously reshaped itself according to the needs of the time, and through this dynamic process, Bengali children's literature has reached its present form.

Keywords: Children and Adolescents, Upendrakishore Ray Chowdhury, Hemendra Kumar Roy, Change, Magazine / Journal

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ধারাগুলির মতোই শিশু-কিশোর সাহিত্যধারাও জনপ্রিয় ও বিস্তীর্ণ পরিধির। এককথায় বলতে গেলে শিশু-কিশোর সাহিত্য শাখাটি কেবলমাত্র শিশু বা কিশোর বয়সের মানসলোকের মুগ্ধতা নয়। শিশু-কিশোর সাহিত্য হয়তো শিশু ও কিশোর বয়সের বর্ধিষ্ণু চেতনার পরিবাহক কিন্তু এই সাহিত্য প্রাপ্তবয়স্ক মননেও চেতনান্মুখ উদ্দীপনা জাগ্রত করে, তা স্বীকার করতেই হবে। মৌখিক সাহিত্যই বিকশিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল রূপকথার গল্পগাথায়। রাজ্য-রাজত্ব-রাজার রূপকথা তথা উপকথায় উন্মোচিত হলো শিশুসাহিত্যের আদি পর্ব। সাহিত্যের ধারা সর্বদা পরিবর্তনশীল। তেমনি শিশুসাহিত্যের এই ধারাটি পরিবর্তিত হয়ে বাঁকবদল ঘটল। নতুন যুগের, নতুন মনোরঞ্জন ও দ্রুতগামী জীবনচর্যার সাথে তাল মিলিয়ে সৃষ্টি হল নতুন ধারার। রোমাঞ্চধর্মী বা অ্যাডভেঞ্চারধর্মী সাহিত্যকথা। সেই সাহিত্য নতুন পন্থায় যেমন শিশু-কিশোর জগতে আলোড়ন ঘটিয়েছে তেমনি বড়দের মানসলোকেও বিচরণ করেছে স্বমহিমায়। গল্পের গতিবিধি ফোকটেল ও ফ্যান্টাসি টেল থেকে পা ফেলেছে ফিয়ার-ফাইটার টেলের চৌকাঠে।

শিশুমনকে প্রথম ভুলিয়েছিল মা ঠাকুমার মুখের গল্পকথা ছড়া এবং ঘুম পাড়ানি গান। লোককথাকে নির্ভর করে মানব জীবনের সাতকাহন নিয়ে তৈরি হয়েছিল শিশু-কিশোর সাহিত্যের ধারা। লোকসাহিত্য-নির্ভর, মৌখিক রীতির গল্পসাহিত্যকে লেখনির হিসেবে মিলিয়ে শিশুসাহিত্যের উচ্চ এক মানদণ্ড নির্মাণ করলেন শিশু সাহিত্যের জনক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর রচনার দিকে আলোকপাত করলে আমরা শিশুসাহিত্যের সেকাল কিংবা আদি পর্বের রূপটি দেখতে পাব।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত বিন্যাসে ও মৌখিক সাহিত্যের দিক পরিবর্তনের কতগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায়। যেমন- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, দা ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। ঠিক এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে জড়িয়ে আছে বেশ কিছু নাম। এরই মধ্যে যাঁরা শিশুজ্ঞান ও বোধির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেন তাঁরা হলেন; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, চন্ডীচরণ মুন্সি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার। এনাদের সংস্কৃত সাহিত্য হতে অনূদিত গ্রন্থাবলী, সাহিত্যের পথে নতুন দিশা এনে দেয়। 'ইতিহাসমালা', 'তোতাকাহিনী', 'শিশুশিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি শিশুপাঠ্য হিসাবে অনবদ্য এক দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। এরপরেই যাঁকে অন্যতমভাবে গুরুত্ব দিতে হয় তিনি হলেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কেবল শিশুমন ভোলাতেই তিনি সাহিত্য রচনা করলেন তা নয় তাঁর রচনার বিকশিত হতে লাগলো শিশুচরিত্র ও বাংলা ভাষাজ্ঞান। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'কথামালা' থেকে তাঁর সাহিত্য বিস্তীর্ণ হল 'বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়' পর্যন্ত। অক্ষর পরিচয় থেকে নীতি জ্ঞান সবটুকুতেই শিশুমনন বিকাশে অনিবার্য অবদান রইল তাঁর। পথ চলা শুরু হলেও পরিধি সহজে বাড়ে না। এক্ষেত্রে শিশুকিশোর সাহিত্যে যাত্রা তো শুরু হল কিন্তু যাত্রাপথের পরিধি বিস্তারিত করলেন লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

কখনও টুনটুনি, কখনও বিড়াল, কখনও বা বাঘ, শিশু-কিশোর সাহিত্যের জনক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কলমে এই সকল প্রাণী কথা বলে উঠেছে। শিশু-কিশোর-পাঠক জগতে 'টুনটুনির বই' হয়ে উঠল আনন্দবাহিকা। শিশুপাঠক প্রাণ ভরে উপভোগ করল বিড়াল ও টুনটুনির ঝগড়া। কল্পলোকের যুদ্ধমঞ্চে শিশু-কিশোর পাঠক দেখতে পেল 'ছোটদের রামায়ণ'। শিশুমানসের উপযোগী ও বৃহৎ সাহিত্যকে উপলব্ধ করার জন্য উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রামায়ণ-মহাভারতের মতো গ্রন্থকে সরল লেখনিতে রূপদান করলেন। শিশু-কিশোর সাহিত্যলোকে বিচরণ করল রূপকথার রাজা-রানী, পশু-পাখি, যুদ্ধবিগ্রহ সবই। তবে রূপকথার স্বপ্নচারণ কালক্রমে পরিবর্তন

হল বিজ্ঞানের দরবারে। এল রোমাঞ্চ, বিজ্ঞানের বাহাদুরী, যাদুবিদ্যা, তন্ত্র, অ্যাডভেঞ্চার। পুরানো নীতিকথার আদর্শের বাইরে লেখা হল দুঃসাহসিক অভিযান ও গোয়েন্দাগিরির গল্প।

নব্যযুগগরীমায় শিশু-কিশোর সাহিত্যের এক অন্য মাত্রা চিত্রিত হল। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখনীতে লেখা হচ্ছে দুঃসাহসী রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস। তাঁর গল্প উপন্যাসগুলিতে আমরা পাচ্ছি নানাবিধ অভিযানের ম্যাপ। সেই দুঃসাহসিক অভিযান যা করে চলেছে কতজন বন্ধু মিলে। শুধু বন্ধুত্ব কিংবা অভিযানের গল্প নয় এর সঙ্গে খুব বড় করে আসছে গোয়েন্দার বিষয়টি। জটিল কিছু রহস্য এবং দুর্গম পথ ভেদ করে তার সমাধান। এই সকল সমাধান করে চলেছে কতগুলো গোয়েন্দা জুটি। আমরা পাচ্ছি বিমল-কুমার কিংবা জয়ন্ত-মানিকের মত জুটিদের তবে যে কেবল গোয়েন্দা বা অ্যাডভেঞ্চার তা নয় আসছে ভূত, পেত্নী, ড্রাকুলা কিংবা উইচ কাল্টের মত অতিলৌকিক উপাদানের সমাহার। 'বিশালগড়ের দুঃশাসন', 'মানুষ পিশাচ', 'মোহনপুরের শ্মশান' সবই পড়তে গিয়ে শিশু-কিশোর পাঠকের মনে তৈরি হচ্ছে ভৌতিক জগতের নিশ্চিদ্র শিহরণ।

এক কথায় বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যজগতে শিশু-কিশোর সাহিত্যের উপাদানের বিবর্তন ও বিস্তার দুই ঘটেছে। বেড়েছে পরিধি ও জানার জগত এবং জ্ঞানের আলো। যে নীতিকথা একসময় সুবোধ বালক হওয়ার বোধ তৈরি করেছে তাই-ই পরবর্তীকালে বদলে গেছে। জটিল ধারা ভেদ করে বুদ্ধি বিকাশের ধারাবাহিকতায়। শিশু সাহিত্য প্রাঙ্গণে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী যে গল্প সম্ভার ছড়িয়ে দিয়েছিল তা বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্য কে দিয়েছে পাথেয়। কেবলমাত্র মনোরঞ্জন নয় শিশুজ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কলম ধরেছিলেন। বিড়াল-টুনটুনির খুনসুটির পাশাপাশি 'সেকালের কথা' গ্রন্থে শিশু শিক্ষার পাঠ নির্মাণ করেছিলেন তিনি। লেখক বলছেন, 'অবসরকালে পড়িয়া বালক বালিকাগন শিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করিবে এই আশায় এই পুস্তকখানি লিখিত হইল। বিষয়টি বৈজ্ঞানিক হলেও সে হিসাবে তাহার কোনরূপ চর্চার চেষ্টা করা হয়নি। বালক বালিকা প্রাচীনকালের কাহিনী শুনাইবার জন্যই এই পুস্তক লেখা; বিজ্ঞানের কথা বলা ইহার উদ্দেশ্য নয়। ছেলেদিগকে যেরূপ করিয়া জানোয়ারের গল্প শুনাইলে তাহারা আমোদ পায়, সেই রূপ সহজকথায় সরলভাবে এই পুস্তকখানে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি।[১] (উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সান্যাল এন্ড কোম্পানি কলকাতা ১৯০৩ ভূমিকা)

'মুকুল' পত্রিকায় দীর্ঘ সময় ধরে এই গল্পচ্ছলে জ্ঞানসঞ্চার করে গেছেন লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। শুধু 'মুকুল' নয় একাধিক শিশু-কিশোর পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। 'সখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার প্রথম লেখা 'মাছি'। 'সখা' ও 'মুকুল' থেকে অভিজ্ঞতা লব্ধ হয়েই স্বপ্ন বোনেন শিশুদের মনের মতো পত্রিকা প্রকাশের এবং মেলে ধরতে চান নিজ লেখক সত্তাকে। এরপরই প্রকাশ করেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা 'সন্দেশ'। 'সন্দেশ' শিশু কিশোর পাঠক জগতে হয়ে উঠেছিল নতুন ভালো। নতুন ছাঁদের গল্প, মনকাড়া রঙিন ছবি, বর্ণোচ্ছল প্রচ্ছদ, পুরাণের নবরূপায়ন, হাস্যরসে পরিপূর্ণ ভূতুরে কীর্তিকাহিনি সবই এল লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাত ধরে। পত্রিকার জগতে এই আলোড়ন শিশু-কিশোর সাহিত্যকে যে রেনেসাঁর উজ্জ্বলতম দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত করেছিল তা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায়। জানা যাচ্ছে যে, "উপেন্দ্রকিশোর রায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার বালক বালিকাদের হাতে মনোলোভা 'সন্দেশ' দিয়ে তাদের আনন্দ বর্ধন করতেন। তিনি ছিলেন সখার অন্যতম প্রধান লেখক। তখন তিনি ১৬/১৭ বছরের কিশোর। প্রথমদিকে সখ্যাকে সুন্দর রচনা সম্ভার সাজাতেন সম্পাদক মহাশয়, তিনি ও মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।"[২] (পৃষ্ঠা ২১ শতাব্দীর শিশু সাহিত্য ১৮১৮ থেকে ১৯১৮ খগেন্দ্রনাথ মিত্র বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ১৯৯৮)

লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পত্র-পত্রিকার জগতে যথার্থ স্থান স্থাপন করেছিলেন। পত্রপত্রিকার শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রটি বিশেষভাবে সমীক্ষা করলে দেখা যাবে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিশু-কিশোর সাহিত্যিক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের অভিব্যক্তি ধারণ করেছিলেন।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরের অধিকতর রচনা গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু এ পর্যন্ত যে কয়েকটি পত্র-পত্রিকার আলোচনা আমরা করিয়াছি, তাহা হইতে বোঝা যাইবে উপেন্দ্রকিশোরই সে যুগের সর্বপ্রধান লেখক ছিলেন। প্রতিভার দিক থেকে বলিতেছি না, সে বিচার স্বতন্ত্র; কিন্তু বিভিন্নমুখী এত বিষয় লইয়া এমন অশ্রান্তভাবে শিশুদের উদ্দেশ্যে নিয়মিত লেখনী চালনা করিয়া যাওয়ার কৃতিত্ব আর কেহই রাখিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, মহৎ জীবনীর বর্ণনা, বিচিত্র বিদেশী কাহিনীর অনুবাদ, মৌলিক গল্প ও নাটিকা সর্বত্রই তিনি সমান সফলতা লাভ করিয়া গিয়েছেন।"[৩]

উপেন্দ্রকিশোর রায়ের সাহিত্য সম্ভার ক্রমে আরো বিস্তীর্ণ হল তারই উত্তরসূরী সুকুমার রায়ের হাত ধরে। 'আবোল তাবোল', 'হ য ব র ল', 'পাগলা দাশু'-র মত মজার গল্প, 'লক্ষণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান'-এর মত হাস্যকৌতুকপূর্ণ নাটক, 'হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি' নামক ব্যঙ্গাত্মক ভ্রমণ কাহিনির অবতারণা ঘটিয়েছেন সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের কলম। তবে সময়ের পরিবর্তনে, পাঠক মনের চাহিদায়, পত্রপত্রিকার ধাঁচ পরিবর্তনে শিশুসাহিত্যের এক দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন চোখে পড়ল। এই পরিবর্তন অন্যতমভাবে সূচিত হয়েছিল লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের হাত ধরে। বাংলা শিশুসাহিত্য শাখায় প্রভাব পড়ল বিশ্ব সাহিত্যের।

হেমেন্দ্রকুমার রায় রূপকথার গল্প অতিক্রম করে লিখলেন রোমাঞ্চকথা। তাঁর সাহিত্য ধারায় কেবলই দেখা যেতে লাগল অ্যাডভেঞ্চারমূলক গোয়েন্দা গল্প এবং বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব। সমালোচক বললেন, "ভাষার সাহিত্যিক সৌন্দর্যে এবং গল্প জমাইয়া তুলিবার কুশলতায় হেমেন্দ্রকুমার যেন শিশুরাজ্যে এইচ জি ওয়েলস্ এবং স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করলেন। বর্তমান বাংলা শিশুসাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনী ও অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের পথিকৃৎ হেমেন্দ্রকুমার এবং পরিণত বাদ্ধক্যেও এখনো শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন।"[৪]

'সন্দেশ' পত্রিকার হাত ধরে শিশুপাঠক পেয়েছিল নতুন ধরনের ছাপানো গল্প। তবে 'মৌচাক' পত্রিকার আগমনে শিশুপাঠক পেল ভিন্ন স্বাদের কল্পকাহিনি। হেমেন্দ্রকুমার রায় ইউরোপীয় সাহিত্য ভাবনাকে পরোক্ষভাবে অনুসরণ করে শিশুমননের জন্য তৈরী করলেন বৈজ্ঞানিক কল্পবিস্ব। 'মৌচাক'-এই প্রকাশিত হল তাঁর অন্যতম দুটি বৈজ্ঞানিক ফ্যান্টাসিয়া উপন্যাস 'মেঘদূতের মর্তে আগমন' (মৌচাক ১৩৩২), 'ময়নামতির মায়াকানন' (মৌচাক ১৩৩৩)। বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্রতী হয়েছিলেন লেখক হেমেন্দ্র কুমার রায়। শিশু কিশোর সাহিত্য সমাজে তাঁর লেখা জয়ন্ত-মানিক ও বিমল-কুমার দুটি জুটির গোয়েন্দা গল্প হয়ে উঠেছিল ওয়েসিস। শুধু গোয়েন্দা গল্প বা উপন্যাস নয়, ভুতুড়ে গল্পে নতুন পরিধি তথা আশ্চর্য এক কল্পজগতের ঠিকানা নির্মাণ করেছিলেন লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়। ভৌতিক গল্পের মধ্যে অন্যতম 'মোহনপুরের শ্মশান', 'বাঁদরের পা', 'মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী', 'মড়ার মৃত্যু', 'খামেনের মমি', 'রুদ্রনারায়ণের বাগানবাড়ি' এই সকল রচনাগুলি বাংলা সাহিত্য সাধনায় এনেছে নতুন ফল। অবশ্য ভুতুড়ে গল্প, উপন্যাস শিশুসাহিত্যের ধারা আরও বর্ধিত করে তুলল তাঁরই অ্যাডভেঞ্চারধর্মী গোয়েন্দা গল্পগুলি। লেখক হেমেন্দ্র কুমার রায়ের মতে 'মৌচাকে'-ই তাকে ছোটদের কাছে নিয়ে এসেছে। 'মৌচাক'-এই প্রকাশিত হয়েছে 'যকের ধন'-এর মত কালজয়ী উপন্যাস। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে লেখক অ্যাডভেঞ্চারের দ্বার খুলছেন বাংলা সাহিত্য জগতে প্রথম পরিচিত হয়েছিল বিমল কুমারের মত গোয়েন্দা জুটির সাথে। এর পরপরই অন্যান্য গোয়েন্দা উপন্যাসে বাংলা সাহিত্য দরবার আরও প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। 'মানুষ পিচাশ', 'মরণ খেলার খেলোয়াড়', 'পদ্মরাগ বুদ্ধ', 'মৃত্যুমল্লার' এই সকল উপন্যাসে এক এক করে খুলেছেন রহস্যের খিড়কি কেবলমাত্র এই সকল গোয়েন্দা জুটিদের হাত ধরে। তবে

কেবলমাত্র ভৌতিক বা অ্যাডভেঞ্চারধর্মী লেখা নয় শিশু সাহিত্যের শিকড় আরও গভীরে প্রবেশ করেছিল তাঁর লেখা কল্পবিজ্ঞানমূলক লেখাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবে।

বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তত্ত্বে একে একে কল্পকাহিনির মালা গেঁথেছিলেন লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়। তারই মধ্যে যে উপন্যাসটি অত্যন্ত জনপ্রিয় তা হল 'মেঘদূতের মর্তে আগমন'। মঙ্গলে অভিযান, মাঙ্গলিক প্রাণীদের বিস্তৃত বর্ণনা এই উপন্যাসে তিনি করেছেন। এছাড়াও 'ময়নামতির মায়াকানন' উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে বানর মানুষ, মাংসাশী ডাইনোসর ও উড়ন্ত টেরাডাকটিল। সমালোচক বলছেন, "হেমেন্দ্রকুমারের দ্বীপে একসঙ্গে আছে বিভিন্ন যুগের প্রাণীরা। প্রথমে এসেছে বোম্বাই ফড়িং। ফড়িং অতিকায় হত কিনা বর্তমান টিকাকারে জানা নেই। তবে এটুকু বলা যায় যে তারা অতি প্রাচীন তৃণভোজী পতঙ্গ যাদের অস্তিত্ব ছিল সেই ২৫০ লক্ষ বছর থেকে প্রাথমিক ট্রায়াসিক যুগে।"[৫]

এছাড়া 'নীল সায়রের অচিনপুরে', 'হিমালয়ে ভয়ংকর', 'অসম্ভবের দেশে', 'মান্ধাতার মুল্লুকে' এই সকল উপন্যাসে ক্রমান্বয়ে উঠে এসেছে আদিম মানুষের দ্বীপ আটলান্টিস-এর গল্প, লাল মানুষদের গল্প, অতিকায় বেড়াল কুকুরের আবির্ভাব, রোডেশিয়ান মানুষদের কাহিনি। ভৌতিক, গোয়েন্দা, অ্যাডভেঞ্চার এবং কল্পবিজ্ঞানের মোড়কে সাজিয়ে শিশু সাহিত্যের পান্ডুলিপি পাঠকদের উপহার দিয়েছিলেন লেখক হেমেন্দ্র কুমার রায়। তবে প্রশ্ন হল এই পরিবর্তনের সিঁড়ি আসলে কোন পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল। রূপকথার বিড়াল টুনটুনি কেমন করে আকার বদলে কল্পবিজ্ঞানের মানদন্ডে সুন্দরবনের অতিকায় বিড়াল কুকুরে পরিণত হয়েছিল এই প্রশ্ন পাঠক মনে সাড়া জাগায়। বাংলা সাহিত্যে এসেছিল চমক। শিশুপাঠক আস্বাদ পেয়েছিল অভাবনীয় কল্পলোকের। উত্তরের খোঁজ করলে আমরা পাব এর কারণ আসলে যুগসন্ধি। ইংরেজ আমল এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব এই সবই আসলে শিশু সাহিত্যের মোড় কে ঘুরিয়ে দিয়েছিল এবং এর সর্বপ্রথম কান্ডারী ছিলেন লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়। কল্পবিজ্ঞান পরেও শিশু সাহিত্যে ফিরে ফিরে এসেছে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের এক যুগ পরেও প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখছেন 'পৃথিবী ছাড়িয়ে'-র মত উপন্যাস যেখানে একপ্রকার সেই মহাকাশ ও মহাকাশযান নিয়ে শুরু হয়েছে কাহিনিসূত্র। এইচ জি ওয়েলস্, আর্থার কোনান ডয়েল, পি এইচ গস প্রভৃতি খ্যাতনামা ইংরেজি সাহিত্যিকদের সাহিত্য ধারার পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সাহিত্যে। লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায় এই বিদেশী সাহিত্য কিছুটা অনুসরণ ও বিশ্বসাহিত্যের উপর গবেষণামূলক চর্চার দ্বারা এনেছিলেন শিশু সাহিত্যের এক জাদুকরী পরিবর্তন। পাঠক সমাজের শৈশব ও কৈশোরের মনের রসদ হয়ে উঠেছিল এই গল্প, উপন্যাস। শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রূপকথা কালক্রমে শিশু কিশোর রচনার নব্য পথপ্রস্তুতকারী হেমেন্দ্র কুমার রায়ের কলমে হয়ে উঠল রোমাঞ্চ কথা।

তথ্যসূত্র:

১। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। সান্যাল এন্ড কোম্পানি। ১৯০৩, কলকাতা, ভূমিকা অংশ।
২। মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। 'শতাব্দীর শিশু সাহিত্য' ১৮১৮-১৯১৮। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ- ২১।
৩। গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। 'বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ'। ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৬৬, কলকাতা, পৃ- ১৯৭।
৪। গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। 'বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ'। ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৬৬, কলকাতা, পৃ- ২৮১।
৫। ভট্টাচার্য, প্রদোষ। 'কল্পবিজ্ঞান রচনা সমগ্র ১; হেমেন্দ্রকুমার রায়'। 'কল্পবিশ্ব পাবলিকেশন', ২০২৩, কলকাতা, পৃ- ১১৯।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। 'বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ'। ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৬৬, কলকাতা।

২। ভট্টাচার্য, প্রদোষ। 'কল্পবিজ্ঞান রচনা সমগ্র ১; হেমেন্দ্রকুমার রায়'। 'কল্পবিশ্ব পাবলিকেশন', ২০২৩, কলকাতা।

৩। মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। 'শতাব্দীর শিশু সাহিত্য' ১৮১৮-১৯১৮। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮, কলকাতা।

৪। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। সান্যাল এন্ড কোম্পানি। ১৯০৩, কলকাতা।

৫। রায়, হেমেন্দ্রকুমার। 'সময়চিত্রকথা'। প্রকাশক গৌতম সেনগুপ্ত, জয়শ্রী প্রেস, ২০১৪, কলকাতা।

৬। রায়, হেমেন্দ্রকুমার। 'হেমেন্দ্র কুমার রায়ের রচনাবলী ১'। কলকাতা- ৭, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ২০২২।

৭। রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'হেমেন্দ্র কুমার রায়ের রচনাবলী ২', কলকাতা- ৭, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ২০২২।

৮। রায়, হেমেন্দ্রকুমার। 'হেমেন্দ্র কুমার রায়ের রচনাবলী ৩'। কলকাতা- ৭, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ২০২২।

৯। রায়, হেমেন্দ্রকুমার। 'হেমেন্দ্র কুমার রায়ের রচনাবলী ৪'। কলকাতা- ৭, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ২০২২।

১০। রায়, হেমেন্দ্রকুমার। 'হেমেন্দ্র কুমার রায়ের রচনাবলী ৫'। কলকাতা- ৭, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ২০২২।

১১। রায়, হেমেন্দ্রকুমার। 'হেমেন্দ্র কুমার রায়ের রচনাবলী ৬'। কলকাতা- ৭, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ২০২২।

১২। রায়, হেমেন্দ্রকুমার। 'হেমেন্দ্র কুমার রায়ের রচনাবলী ৭। কলকাতা- ৭, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ২০২২।

১৩। রায়, হেমেন্দ্রকুমার। 'হেমেন্দ্র কুমার রায়ের রচনাবলী ৮'। কলকাতা- ৭, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ২০২২।

১৪। রায়, হেমেন্দ্রকুমার। 'হেমেন্দ্র কুমার রায়ের রচনাবলী ৯'। কলকাতা- ৭, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ২০১৫।

১৫। রায়, হেমেন্দ্রকুমার। 'হেমেন্দ্র কুমার রায়ের রচনাবলী ১০'। কলকাতা- ৭, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ২০২২।

১৬। সেন, নবেন্দু। 'বাংলা শিশু সাহিত্য- তথ্য তত্ত্ব রূপ বিশ্লেষণ'। পুথিপত্র ক্যালকাটা প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪, কলকাতা।

পত্রিকা:

১। 'বৈশাখী পত্রিকা'। 'দুষ্প্রাপ্য হেমেন্দ্রকুমার রায় সংখ্যা'। ধ্রুবজ্যোতি মন্ডল সম্পাঃ, ২০১৮-১৯, কলকাতা-৩৪।

২। 'জয়ন্তী মৌচাক'। শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাঃ। এম সি সরকার এন্ড সন্স লিঃ, ১৯৪৫, কলকাতা।